২৪/১২/২০০৫

যুগান্তর

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ....

মায়েরা ইংলিশ মিডিয়ামের প্রতি বেশি ঝুঁকছেন

মায়েরা তাদের সন্তানদের বাংলার চেয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর প্রতি বেশি ঝুঁকছেন- কথাটা যেমনি সত্যি তেমনি যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ইংলিশ হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ রক্ষা থেকে শুরু করে নিজের পরিচয়কে বিশ্বের দরবারে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হলে ইংলিশের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরেও ইংরেজি এখন এক অত্যাবশকীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। অফিস-আদালত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যেখানেই বলা হোক না কেন, সর্বত্র ইংলিশের অবাধ প্রচলন। আর এটা অবশ্যই একটা ভাল ও উন্নতর দিক। কেননা, বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলতে হলে ইংলিশকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। তার মানে এই নয় যে, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিজেদের সন্তানদের পুরোপুরি নিমজ্জিত করতে হবে। তারপরও স্কুলে ভর্তির সময় হলে মায়েরা তাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকেন। এই টিচার সেই টিচার এমনকি হাজার হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে হাজির হন টিচারদের কাছে। তাদের কথা হল যেভাবেই হোক তাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাতে পারলেই যেন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। কারণ তাদের ধারণা, এদেশে কোন লাইফ নেই। সন্তানদের লাইফ গড়তে হলে তাদের বাইরে পাঠাতে হবে। আর বাইরে যেতে হলে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংলিশকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বিষয়ে কয়েকজন মায়ের বক্তব্য : মিসেস তাসলিমা- তিনি বলেন, মানুষ এখন শুধু দেশ নিয়ে নয়, পুরো বিশ্ব নিয়ে ভাবতে ভালবাসে। বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের জায়গা করে টিকে থাকার স্বপ্ন দেখে। আর এই স্বপ্নকে সামনে রেখেই বাবা-মা অর্থাৎ অভিভাবকরা সন্তানদের গড়ে তোলেন। শুধু যে এদেশের অভিভাবকরাই এটা করেন তা নয়। যে কোন দেশের যে কোন ভাষাভাষীর লোক যারা তাদের সন্তানদের নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবেন। আন্তর্জাতিকভাবে তাদের মেধা যাচাইয়ের স্বপ্ন দেখেন। তারা ইংলিশের প্রতি একটু বেশি ঝুঁকবেই। কারণ ইংলিশই হচ্ছে একমাত্র ভাষা যেটি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেছে।

মিসেস কুয়াশা- তার ছেলেকে তিনি কেন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছেন প্রশ্ন করতেই তিনি বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন, এদেশে শিক্ষার যে মান আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে দুর্নীতি বিরাজ করছে তাতে কোন অভিভাবকই তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নন। সব সময় তাদের ভেতর একটা ভয় কাজ করে, এই বুঝি তার জ্যান্ত টগবগে ছেলেটি লাশ হয়ে ফিরে এল, এই বুঝি ছেলেটি মিথ্যা মামলায় পড়ে জেলে গেল। কারণ এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির নামে ঢুকে গেছে দুর্নীতি। আর দুর্নীতির জালে জড়িয়ে অনেক ভদ্রঘরের মেধাবী ছেলে হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী। অথচ বিদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানকার শিক্ষার মান কত উন্নত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি সুন্দর আর সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করছে। বাবা-মাকে অর্থাৎ অভিভাবকদের কোন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না। সুতরাং মিসেস কুয়াশা চান তার ছেলে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করুক। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি তার ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছেন। যাতে সে সহজে বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

মিসেস তাহামিনা- তিনি বলেন, এ কথা সত্যি যে, মায়েরা এখন তাদের সন্তানদের বাংলার চেয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর জন্য ঝুঁকছেন। তবে এই সত্যির পেছনে কারণও রয়েছে। কেননা, বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ। ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে সর্বত্র এখন তুমুল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে প্রতিটি মানুষকে বেশ সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হয়। আর বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে তাকে অবশ্যই বুদ্ধি ও সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু বিষয়েও বেশ পারদর্শী হতে হয়। বিশেষ করে ইংলিশে। কেননা, বাংলাভাষা বাংলাদেশে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, দেশের বাইরে পা রাখলে সেটা ততটাই হয়ে যায় বাহুল্য। তাছাড়া দেশের বাইরে যাওয়ার দরকার কি। দেশের ভেতরের কথাই ধরুন, ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালতে সর্বত্র এখন ইংলিশের বেশ প্রাধান্য। যে যত বেশি ইংলিশে পারদর্শী সে তত বেশি মূল্যায়িত হচ্ছে। আর কে না চায় তার সন্তান সর্বত্র মূল্যায়িত হোক এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিজের পরিচয়কে তুলে ধরুক।

এই বিষয়ে কয়েকজন শিক্ষকের বক্তব্য : এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল লুবনা তামান্নুম বলেন, মায়েরা তাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর প্রতি বেশি ঝুঁকছেন। এর পেছনে কারণ মায়েদের বিদেশপ্রীতি, তার সন্তান বড় হয়ে বিদেশে যাবে সেখানে তার লাইফ গড়বে। এটা প্রায় মায়ের সুপ্ত বাসনা। আর এই বাসনাকে বাস্তবায়ন করার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের সন্তানদের বাংলার চেয়ে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর প্রতি বেশি ঝুঁকছেন। কেননা, যে কোন একজন মানুষ বিদেশে গিয়ে নিজেকে যোগ্যতার সঙ্গে দাঁড় করাতে চাইলে তাকে অবশ্যই ভাল ইংলিশ জানতে হবে। আর এর জন্য তাকে প্রথম থেকে ইংলিশে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া আকাশ সংস্কৃতিও বর্তমানে অনেক মা তাদের সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর প্রতি আগ্রহী করে তুলছেন। কারণ বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে বিদেশী ছেলেমেয়েরা যেভাবে ইংলিশে কথা বলে, এদেশের ছেলেমেয়েরা তা থেকে অনেক পিছিয়ে। এই পিছিয়ে পড়া থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সচেতন মায়েরা ইংলিশের প্রতি ঝুঁকছেন বলে তার ধারণা।

চাইল্ড ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষিকা মহসীনা হোসেন বলে, বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ। মায়েরা সে মানসিকতা নিয়েই তাদের সন্তানদের গড়ে তুলতে চাচ্ছেন। যার ফলে তারা ইংলিশের প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। কেননা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ইংরেজি ভাষার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া কিছু কিছু মা আছেন, অবশ্য মায়েরা না বলে বলা চলে অভিভাবকরা প্রেস্টিজ রক্ষার্থেও তাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর প্রতি ঝুঁকছেন। কোটিপতির সন্তান ইংলিশ মিডিয়ামে না পড়ে বাংলা মিডিয়ামে পড়লে প্রেস্টিজের ব্যাপার। সুতরাং টাকার জোরে হলেও তারা তাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাচ্ছেন।

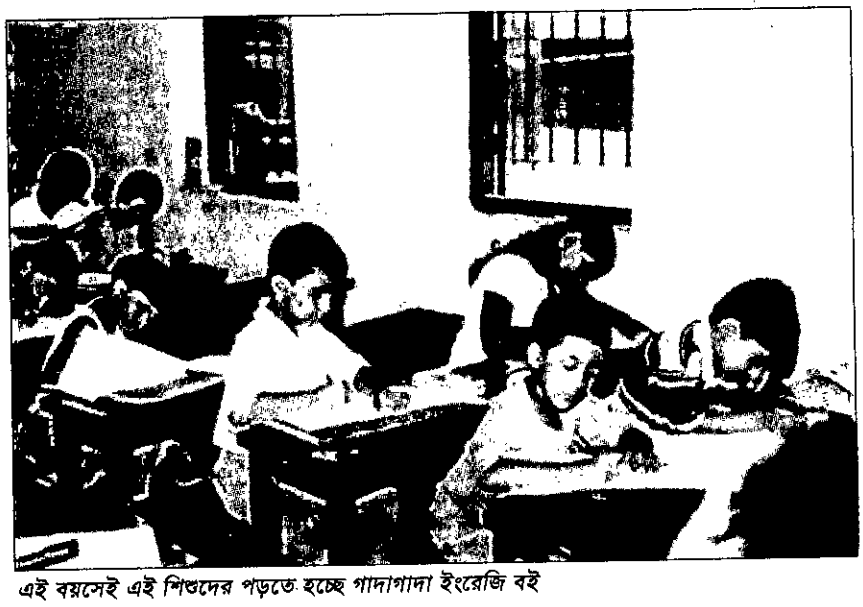

প্রতিটি বাবা-মাই চান সন্তানের সুন্দর জীবন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সন্তানদের সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের জীবনকে গড়ার জন্য প্রতিটি বাবা-মাই আপ্রাণ চেষ্টা চালান। বিত্তশালী ধনী বাবা-মায়েরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে ইংলিশ মিডিয়ামে সন্তানদের পড়িয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে পারেন। মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েদের পক্ষে হয়তো তা সম্ভব হয় না। তাই বলে কি তাদের সন্তানরা মানু[ষ] হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। আসলে মূ[ল] কথা হল প্রকৃত শিক্ষা। সেটা বাং[লা] কিংবা ইংলিশ মিডিয়ামে, দেশে কিং[বা] বিদেশে সর্বত্র হতে পারে। তারপর[ও] বর্তমান যুগ যেহেতু প্রতিযোগিতার যুগ বাংলাদেশকে গ্লোবাল ভিলেজের অং[শ] হিসাবে প্রতিটি মানুষকে দেশ-বিদেশে[র] সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলতে হচ্[ছে] সেহেতু ইংলিশের প্রতি কিছুটা গুরু[ত্ব] অবশ্যই দিতে হবে। কারণ আমরা চা[ই] আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের সন্তানদে[র] গ্রহণযোগ্যতা। তাই আজ সময় এসে[ছে] মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংলিশ ভাষার প্র[তি] অধিক গুরুত্ব দেয়ার।

নার্গিস আফজাল

এই বয়সেই এই শিশুদের পড়তে হচ্ছে গাদাগাদা ইংরেজি বই